রবীন্দ্রনাথের

নৌকাডুবি

চিত্রলিপি
ফিল্মস্
নিবেদিত ও
পরিবেশিত

চিত্রলিপি ফিল্মসের নিবেদন

রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি

রবীন্দ্র সংগীত : বিশ্বভারতীর সৌজন্যে

প্রযোজনা : বিমল দে

পরিচালনা : অজয় কর

সংগীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য : সলিল সেন

চিত্রগ্রহণ : বিশু চক্রবর্তী

সম্পাদনা : দুলাল দত্ত

প্রধান সহকারী পরিচালক : বিনু বর্ধন

সংগীতগ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজন : জ্যোতি চ্যাটার্জী

রূপসজ্জা : ভীম নস্কর

প্রধান কর্মসচিব : ক্ষিতীশ আচার্য

শব্দগ্রহণ : অনিল নন্দন

শিল্প নির্দেশনা : সুনীতি মিত্র

ব্যবস্থাপনা : সুদীপ মজুমদার

: নেপথ্যকণ্ঠে :

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় . অরুন্ধতী হোম চৌধুরী

প্রচার সচিব : শৈলেশ মুখোপাধ্যায়

: সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনা : হৃদয়েশ পাণ্ডে . জহর বিশ্বাস । চিত্রগ্রহণ : তরুণ গুপ্ত . বীরেন মুখার্জী । সংগীত : অমল মুখার্জী . সমরেশ রায় . সমীর শীল । সম্পাদনা : কাশীনাথ বোস । শিল্প-নির্দেশনা : বুদ্ধদেব ঘোষ । শব্দগ্রহণ : বিনোদ ভৌমিক । সংগীতগ্রহণ : গোপাল ঘোষ . ভোলানাথ সরকার রবীন চৌধুরী । সাজসজ্জা : কেদার শর্মা । রূপসজ্জা : অজিত মণ্ডল । চিত্র পরিস্ফুটন : রবীন ব্যানার্জী . ফণী সরকার . দুলাল সাহা . দিলীপ রায় । আলোকসম্পাত : সতীশ হালদার . অনিল দুঃখীরাম নস্কর . ব্রজেন . মঙ্গল . বেনু . মধুসূদন . গোকুল । ব্যবস্থাপনা : জয়দেব দাস কার্তিক বিশ্বাস । স্থিরচিত্র : পিক্স স্টুডিও । পটশিল্পী : নব-বলরাম । পরিচয়লিপি : সুধাময় দাশগুপ্ত . প্রচার অঙ্কন : রূপায়ণ (শৈলেন-সমরেশ)।

সৌমিত্র • রমেশ

অপর্ণা • কমলা

সুমিত্রা • হেমনলিনী

স্বরূপ • যোগীন

দীপঙ্কর • নলিনাক্ষ

উৎপল • অন্নদাবাবু

রবি • অক্ষয়

দীপ্তি • শ্রেয়স্করী

গীতা • নবীনকালী

কালী • সৈলেক্য চক্রঃ

: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

বুলবুল ব্যানার্জী (প্রাচী ও ভারতী সিনেমা, বারাণসী)

মতিলাল বিহানি (মালদা)

শৈলেশ জোয়ারদার (মালদা)

কলিকাতা করপোরেশন

নির্মলেশ চৌধুরী (ইম্পিরিয়াল নার্সারি)

নিরঞ্জন রায় (বসিরহাট)

এন্. টি. এক নম্বর স্টুডিওতে অন্তর্দৃশ্যাবলী গৃহীত ও আর. বি. মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ-এ চিত্র পরিস্ফুটিত ও ওয়েস্ট্রেক্স শব্দযন্ত্রে সঙ্গীতাংশ গৃহীত।

: রূপায়ণে :

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় . দীপঙ্কর দে
উৎপল দত্ত . রবি ঘোষ
স্বরূপ দত্ত . কালী বন্দ্যোপাধ্যায়
মাস্টার জমিদার . দিলীপ বসু
শ্যামল দত্ত . রমেশ মুখার্জী
খগেশ চক্রবর্তী . সুনীল রায়
নির্মল ঘোষ . গৌতম বসু
আশীষ মজুমদার . বিনয় লাহিড়ী
শক্তি মুখার্জী ও আরও অনেকে ।
অপর্ণা সেন . সুমিত্রা মুখার্জী
দীপ্তি রায় . ইতি চক্রবর্তী
গীতা দে . সুষমা ঘোষাল ও
রেবা বোস।

কাহিনী

কলুটোলায় রমেশ-এর বাসা। একই পাড়ার বাসিন্দা অন্নদাবাবু—তাঁর ছেলে যোগেন, মেয়ে হেমনলিনী। ও-বাড়ির চায়ের-আসরে নিয়মিত যাওয়া-আসা ছিল রমেশের। স্বভাবতঃই হেমনলিনী-রমেশের পূর্বরাগ সুরু হল। অক্ষয়েরও সে আসরে যাতায়াত ছিল—লোকটি খুব ভালো ছিল না।
রমেশের বাবার ইচ্ছে—ছেলে গ্রামের বাড়িতে আসুক—তাঁর পছন্দমত সুশীলা নামের একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হোক—এবং তাই হোল ; কিন্তু রমেশের অমতে। তাই, শুভদৃস্টির সময় রমেশ নববধূকে চেয়েও দেখল না। হেমনলিনীরা এসব কিছুই জানল না—সে জানত, রমেশের সঙ্গেই তার বিয়ে হবে—অন্নদাবাবুরও সেই ইচ্ছা।
এদিকে বিয়ের পর নৌকাডুবিতে সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। কে কোথায় হারিয়ে গেল, কেউ জানল না—শুধু দৈবক্রমেই চড়ায় উঠে রমেশ এক নব-পরিণীতাকে অর্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় দেখতে পেল—তার মনে হোল—মেয়েটি তারই স্ত্রী সুশীলা। ঘরে এনে তুলল মেয়েটিকে। যদিও সুশীলা বলে সম্বোধন করলেই সে বলে—তোমরা আমাকে সুশীলা বলে ডাকো কেন—আমার নাম তো কমলা। খবরাখবর করে রমেশ বুঝল—কমলা তার স্ত্রী নয় এবং ওর মামার চিঠিতেও জানল—কমলাকে তিনি আর ফিরিয়ে নিতে রাজী নন। ওই চিঠিতেই আরও একটি কথা জানতে পারল, কোনও এক নলিনাক্ষ ডাক্তারের সঙ্গে কমলার বিয়ে হয়েছিল। এ অবস্থায় কমলাকে কলকাতায় হস্টেলে রেখে পড়াশোনার ব্যবস্থা করল রমেশ এবং হেমনলিনীর সঙ্গে নতুন করে মেলামেশা শুরু করল। এসময়ই অন্নদাবাবু ওদের বিয়ের একটা দিনও ঠিক করে ফেললেন—কিন্তু কমলার কিছু একটা ব্যবস্থার কথা ভেবেই রমেশ বিয়ের তারিখটি পিছিয়ে দিতে অনুরোধ করল। অক্ষয় সুযোগটা গ্রহণ করল,—শেষপর্যন্ত যোগেনকে এনে অক্ষয় রমেশ-কমলাকে একই বাসায় বাস করার ব্যাপারটাও প্রমাণ করিয়ে দিল। নানান কারণেই বিষণ্ণ এবং প্রায় দিগভ্রান্ত রমেশ কমলাকে নিয়ে কলকাতা ছাড়ল—পথে ত্রৈলোক্যবাবুর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় এবং তিনিই ওদের গাজীপুরে নিয়ে এলেন—একটি নতুন বাসাও ঠিক করে দিলেন। সবকিছু ঘটনা একটি চিঠিতে লিখে কলকাতায় হেমনলিনীকে দিতে এসে রমেশ শুনল ওরা পশ্চিমে চলে গেছে—সঙ্গে নলিন ডাক্তার নামে একটি রূপবান যুবকও গেছে,—রমেশ ফিরে গেল। মন তো বিষণ্ণ ছিলই, কী যে করণীয় বুঝতেও পারছিল না।
এমন সময় বিশেষ কারণে রমেশের দু-এক দিনের অনুপস্থিতির সময় কমলা নতুন বাসায় গোছ-গাছ করতে যেয়ে হেমনলিনীকে লেখা চিঠিটা পেল এবং সবকিছু পড়ে বুঝল ওর জীবনে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোন পথ নেই—
আর তাই বুঝি কমলা সব ছেড়ে গঙ্গার দিকে বেরিয়ে পড়ল।
রমেশ ফিরে এসে কমলাকে পেল না। খুঁজতে খুঁজতে এক সময়ে গঙ্গার তীরে এসে কমলার পায়ের ছাপ—আর গহনা দেখে শিউরে উঠল।
তার পর..... ?
তারপর যে কী রমেশ জানে না। বুঝতে পারল না কমলা কোথায় ; সেই বা কোথায় খুঁজবে তাকে.....
কিন্তু দেখা কি সে পেয়েছিল কমলার ?
কমলাও কি সত্যিই আত্মহত্যা করেছিল, অথবা.....
আর অন্নদাবাবু হেমনলিনী ওঁরাই বা তখন কোথায়.....?
এবং হেমনলিনীর সঙ্গে যে নলিন ডাক্তারের ইদানীং এতো মেলামেশা—সেই নলিন ডাক্তারই বা কে, কী তার পরিচয়..... ?
আর হেমনলিনী.. ... ? তারই বা কি পরিণতি শেষ পর্যন্ত.....এ সবকিছুর এক শুচিস্নিগ্ধ সমাধানের কাহিনীই এই নৌকাডুবি।

STORY IN ENGLISH

Ramesh lived in a rented house at Colootola. Annadababu also lived in the same locality. Jogen was his son and Hemnalini, his daughter. Ramesh was a habitue at the breakfast table of Annadababu's family. Naturally tender feelings grew between Ramesh and Hemnalini. Akshay, was also a frequent visitor to that house. But he was not a good sort.
Ramesh's father wanted him back in the village to marry Sushila, a comely lass of his choice. Ramesh wed Sushila, against his will, Hemnalini remained blissfully unaware of all this ; and nurtured hopes of marrying Ramesh. In this she had the approval of Annadababu. After the wedding, Ramesh and Sushila departed in a boat which sank in the river after a violent storm. Ramesh unconscious was swept by storm in a lonely island. But of Sushila there was no trace. However, Ramesh rescued another young woman from a watery grave. She appeared newly married and Ramesh thought it was the young woman he had recently wed, as Ramesh did not look to his bride out of displeasure. He brought her home, but whenever, she was addressed as Sushila, she would protest and exclaim, "why do you call me Sushila ? My name is Kamala".

Soon, Ramesh realised his mistake. A letter from her uncle stated that he would not take Kamala back ; further that she was in fact married to a young doctor called Nalinaksha. Ultimately, Ramesh put her in a women's hostel and arranged for her education.
Annadababu fixed the date for Ramesh - Hemnalini wedding, but Ramesh was anxious to settle Kamala's

affairs and requested a postponement. In the meanwhile, Akshay taking advantage of the delay snooped around and found out that Kamala was living in Ramesh's house. Kamala was in Ramesh's house during vacaton of the school. He told Jogen about it, and let him see for himself. Ramesh was bewildered and highly upset by the ugly turn of events. He left Calcutta with Kamala for Benaras. Enroute, he met Trailokya Chakravorty who brought them ot Ghazipur. He arranged suitable accommodation for them.

Ramesh wrote down all the circumstances touching his life and went to Calcutta to give the letter personally to Hemnalini, bur learnt to his dismay that the family had gone up north. He also learnt that a certain young and handsome doctor, Nalinaksha Chatterjee by name had accompanied them. Ramesh became frustrated.

One day, Kamala began to tidy the house during one of Ramesh's absences from home and came upon the letter he had written to Hemnalini. She now saw clearly that her life had gone awry and resolved to end her life. She went to the river determrined to drown herself.

Ramesh came home and discovered that Kamala had vanished. He went out in search of her, and traced her upto the banks of the river. There he saw her jewels scattered around and recoiled in shock

Later.....

A desperate Ramesh did not know where to look fer Kamala'

Did Kamala end her life as she had resolved ? or else.....

And where were Annadababu and Hemnalini ?

And what of Dr. Nalinaksha's friendly overtures to Hemnalini ?

Anyway who was this handsome doctor ?

And what of Hemnalini herself ? What happened to her in the end ?

The way in which all these various puzzles fall into their place is what this great story is all about.

সঙ্গীত

গান। এক

আমার বেলা যে যায় সাঁঝ-বেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে।
একতারাটির একটি তারে
গানের বেদন বইতে নারে,
তোমার সাথে বারে বারে
হার মেনেছি এই খেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে।
আমার এ তার বাঁধা কাছের সুরে
ঐ বাঁশি যে বাজে দূরে।
গানের লীলার সেই কিনারে
যোগ দিতে কি সবাই পারে
বিশ্বহৃদয়পারাবারে
রাগরাগিণীর জাল ফেলাতে,
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান। দুই

অশ্রুনদীর সুদূর পারে ঘাট দেখা যায় তোমার দ্বারে।
নিজের হাতে নিজে বাঁধা ঘরে আধা বাইরে আধা—
এবার ভাসাই সন্ধ্যাহাওয়ায় আপনারে।
কাটল বেলা হাটের দিনে
লোকের কথার বোঝা কিনে।
কথার সে ভার নামা রে মন, নীরব হয়ে শোন্ দেখি শোন্
পারের হাওয়ায় গান বাজে কোন্ বীণার তারে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

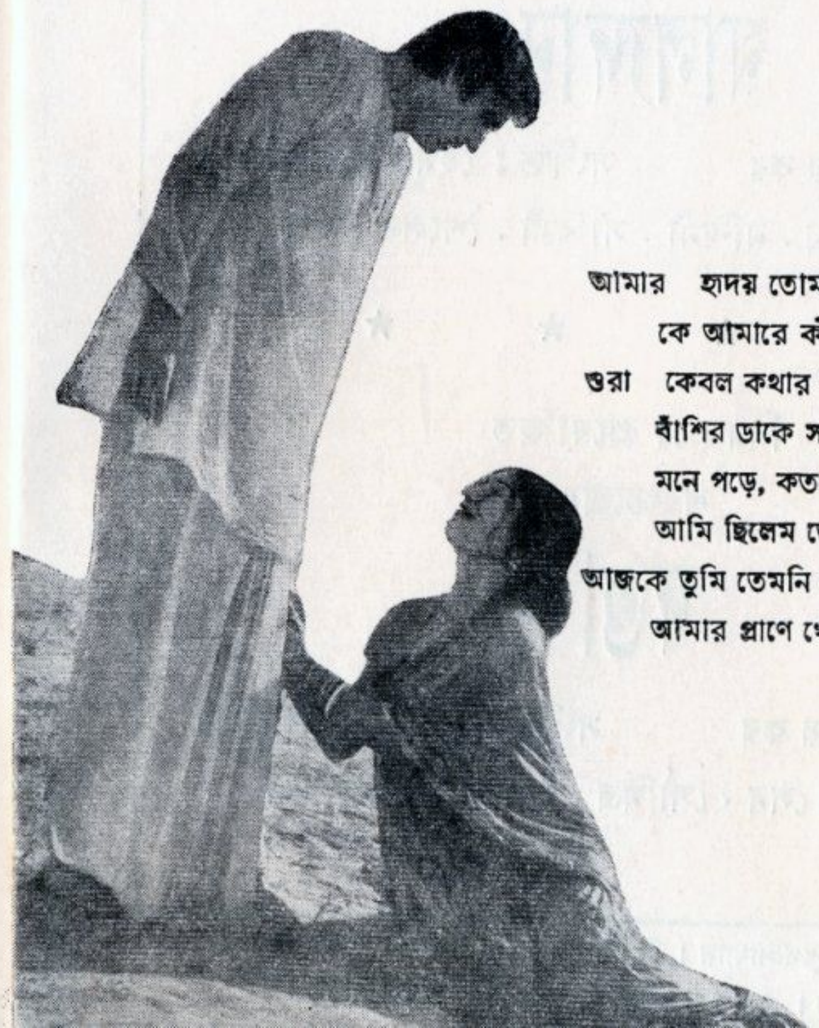

গান। তিন

আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে দোলাও,
কে আমারে কী-যে বলে ভোলাও ভোলাও ॥
ওরা কেবল কথার পাকে নিত্য আমায় বেঁধে রাখে,
বাঁশির ডাকে সকল বাঁধন খোলাও।
মনে পড়ে, কত-না দিন রাতি
আমি ছিলেম তোমার খেলার সাথি।
আজকে তুমি তেমনি করে সামনে তোমার রাখো ধরে,
আমার প্রাণে খেলার সে ঢেউ তোলাও।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্রলিপির চিত্রসম্ভার

অজয় কর ও বিমল দে প্রযোজিত

শরৎচন্দ্রের

পরিণীতা

পরিচালনা : অজয় কর সংগীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

শ্রেঃ সৌমিত্র · মৌসুমী · বিকাশ · শমিত · অনুভা

★ ★ ★ ★

রাষ্ট্রপতি পুরস্কার বিজয়ী

রবীন্দ্রনাথের

মাল্যদান

পরিচালনা : অজয় কর সংগীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

শ্রেঃ সৌমিত্র · নন্দিনী · সাবিত্রী · শৈলেন · ভানু

★ ★ ★ ★

বিমল দে প্রযোজিত

শরৎচন্দ্রের

দত্তা

পরিচালনা : অজয় কর সংগীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

শ্রেঃ সুচিত্রা সেন · সৌমিত্র · সুমিত্রা · উৎপল দত্ত

সম্পাদনা : শৈলেশ মুখোপাধ্যায় । চিত্রলিপির প্রচার ও জন-সংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত । এসডি প্রিন্টার্স, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত ।